মঞ্জুরী নং - ৪৩

৪৯ - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	3978,73,72	4594,23,04	5003,25,48
উন্নয়ন	219,08,00	494,76,96	772,74,52
মোট	4197,81,72	5089,00,00	5776,00,00

১. মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করা।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(গ) দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ;

(ঘ) কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ, খয়রাতি সাহায্য, টেস্ট রিলিফ এবং এ ধরনের অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

(ঙ) কর্মাভাবকালে অতি দরিদ্রদের (Ultra-poor) কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা;

(চ) বৈদেশিক সূত্র হতে প্রাপ্ত খাদ্য এবং অন্যান্য ত্রাণ সাহায্য ব্যবহার ও বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

২. মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত আদেশাবলী হালনাগাদকরণ • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	• সচিবালয়
	• জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা পরিচালনা • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান • দুর্যোগ সতর্কীকরণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে শক্তিশালী করা	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• মাঠপর্যায়ের নাগরিকদেরকে আপদ ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন ও ক্ষমতাবান করে তোলা	
২. অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্হান	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগপ্রবণ ও অতি দরিদ্র এলাকা চিহ্নিতকরণ • চিহ্নিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অতি দরিদ্রদের বিশেষত দরিদ্র দুঃস্হ নারীদের কর্মসংস্হান	• সচিবালয়
৩. খাদ্যাভাব ও কর্মাভাবকালে দরিদ্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করা	• কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন • টি.আর. কর্মসূচি বাস্তবায়ন • ভি.জি.এফ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন	• ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকিহ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ	• ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সতর্কসংকেত প্রচার	• সচিবালয়
	• দুর্যোগ অভিঘাত মোকাবিলায় খাদ্য, নগদ অর্থসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ	• ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর
	• উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
৫. দুর্যোগ মোকাবেলা সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ	• দুর্যোগে বিশেষত নারী এবং শিশুদের উদ্ধার ও সহজ যোগাযোগের নিমিত্ত পল্লী অঞ্চলে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ • বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ	• ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর

৩. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সাধারণ মানুষের মাঝে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন - প্রশিক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শক্তিশালীকরণ, নাগরিকদের সচেতন করা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুণগত ও কাঠামোগত পরিবর্তনের সুফল পাচ্ছে, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকারি সেবা প্রাপ্তি বৃদ্ধি করছে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকল্পে কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালীকরণ কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়। ভয়াবহ দুর্যোগের প্রাক্কালে নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া হয় এবং দুর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়। ফলে নারীর দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পায়, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।

৩.১.২ অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ সাধারণত কর্মাভাবকালে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্হান কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে বিশেষত মংগাপীড়িত এলাকায় হতদরিদ্র মানুষের কর্মসংস্হান সৃষ্টি করে জীবিকা নির্বাহের পথ সহজতর করা হচ্ছে।

নারী উন্নয়নের প্রভাবঃ কর্মাভাবকালে গ্রামাঞ্চলে নীতিমালা অনুযায়ী দরিদ্র ও দুঃস্হ নারীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্হান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি পায়। এ কর্মসূচি লক্ষ্যভিত্তিক ও নারীবান্ধব হওয়ায় অতি দরিদ্র নারীদের গ্রামীণ উন্নয়নে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৩ খাদ্যাভাব ও কর্মাভাবকালে দরিদ্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করা

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ খাদ্যাভাবকালে টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ, ভিজিডি এবং দুর্যোগ অভিঘাতজনিত তাৎক্ষণিক সাহায্য ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছর ন্যূনতম ১০ লক্ষ দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ কর্মাভাবকালে নীতিমালা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের লক্ষ্যভিত্তিক সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি পায়। বিশেষত ভি.জি.এফ. কর্মসূচি লক্ষ্যভিত্তিক ও নারীবান্ধব হওয়ায় সরকারি সেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.১.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকিহ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দুর্যোগ এলাকায় ক্ষয় ক্ষতি চিহ্নিত করে দুর্গতদের মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্যশস্য, নগদ অর্থ, ঢেউটিন, কম্বল, বিস্কুট ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রি বিতরণ করা হয়। এতে দুস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত হয়। আকস্মিক ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হওয়ার ফলে দারিদ্র্য নিরসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ খাদ্যশস্য ও ত্রাণ সামগ্রি বিতরণকালে নারীরা যাতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার পায় তা নিশ্চিত করা হয়। এতে দুর্যোগকালীন নারীদের পুষ্টির অভাব দূর হয় এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৩.১.৫ দুর্যোগ মোকাবেলা সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষ নিরাপদ স্থানে সম্পদ স্থানান্তর করতে পারে এবং দরিদ্র মানুষের জীবন রক্ষা পায়। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জীবনমান উন্নয়ন ও পণ্য চলাচল সহজতর হয়।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ দুর্যোগে সকল নাগরিক বিশেষত নারী ও শিশুদের উদ্ধার কাজে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহায়ক। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে নারী ও শিশুর জীবন রক্ষা পায়। যাতায়াত ও পরিবহন সুবিধার সামগ্রিক সুফল নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

৩.২ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
দারিদ্র্য নিরসন	১৩৬০,০৭,০৯	১৩৬৬,৯৮,৩৭	১৫৩৫,০১,৪৯
নারী উন্নয়ন	৬৮৭,১০,৭৪	৬৯২,৮৩,৬৮	৭৭৭,৪০,৯৯

৪. অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/ কর্মসূচিসমূহ	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণঃ কর্মাভাব, খাদ্যাভাব ও দুর্যোগ জনিত কারণে দরিদ্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজতর করতে ভি.জি.এফ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এসময়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং টি.আর. কর্মসূচি দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে। এসব বিবেচনায় এটিকে অগ্রাধিকার তালিকায় ১ম স্থানে রাখা হয়েছে।	• খাদ্যাভাব, দুর্যোগ ও কর্মাভাবকালে দরিদ্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তি সহজতর করা
২. দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কর্মসংস্থানঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে কর্মাভাবকালে অতি দরিদ্র বিশেষত দরিদ্র ও দুঃস্হ নারীদের কর্মসংস্থান করা এ বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এসব বিবেচনায় এটি অগ্রাধিকার তালিকার ২য় স্হানে রাখা হয়েছে।	• অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান
৩. বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণঃ দুর্যোগকালে জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা এ বিভাগের আরেকটি প্রধান দায়িত্ব। এজন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার তালিকায় ৩য় স্থানে রাখা হয়েছে।	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকিহ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ/দুর্যোগ মোকাবেলা সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
৪. অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারি যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণঃ দুর্যোগ কবলিত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণে উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং এর সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকিহ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key performance indicator)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
							২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান	২	লক্ষ জন	-	১৯.৮৭	২০	১২.৫০	১১.০০	১১.৫০	১২.০০
২. ভি.জি.এফ. সুবিধাভোগীর কভারেজ **	৩	%	৫৮.৭৩	৭৭.২৫	৭৪.৫০	৫৮.৭৩	৭২.০০	৭৪.০০	৭৮.০০
৩. ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা	৫	হাজার জন	১৫.০০	১১.১০	২৬.১০	২৫.২০	৫৫.২০	৮৫.২০	১০০.২০

** কর্মসংস্থান, বাজারমূল্য এবং দুর্যোগ অভিঘাতের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

৫. অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল

৫.১ সচিবালয়

৫.১.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে ভূমিকম্প ও সুনামি অধ্যায় সংযোজনপূর্বক তা পরিমার্জন করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় ও অবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত এবং গণদুর্যোগ বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সময়ে গ্রামীণ ও টেলিটক মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা সতর্ক সংকেত সেল ফোনে কক্সবাজার ও সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রচার করা হচ্ছে। এ কর্মসূচি দুর্যোগপ্রবণ সকল এলাকায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া

হয়েছে।

৫.১.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত আদেশাবলী হালনাগাদকরণ	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন অনুমোদন এবং উক্ত আইন অনুসরণে বিধিমালা প্রণয়ন	১
২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	• ২৫০টি উপজেলার সাথে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	১
৩। ঘূর্ণিঝড়/বন্যা সতর্ক সংকেত প্রচার	• দুর্যোগের প্রাক্কালে ১১টি জেলার ৩২টি উপজেলায় ২,৮৪৫টি ইউনিটের মাধ্যমে সতর্ক সংকেত প্রচার • দুর্যোগপ্রবণ কক্সবাজার ও সিরাজগঞ্জ জেলায় সেল ফোনে সতর্কসংকেত প্রচার	৪
৪। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দুর্যোগপ্রবণ ও অতি দরিদ্র এলাকা চিহ্নিতকরণ	• জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় Poverty Map - কে হালনাগাদকরণ	২
৫। চিহ্নিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অতি দরিদ্রদের বিশেষত দরিদ্র দুঃস্হ নারীদের কর্মসংস্হান	• চিহ্নিত এলাকার অতি দরিদ্রদের জন্য বছরের কর্মহীন সময়ে ৬০দিন এবং ৪০দিন মোট বছরে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান	২

৫.১.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	৫	৫	৭	৭	৯	১০
২। নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১৬৫	১৩৫	১৩৪	১৩০	১২০	০

৫.১.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	০	১১৭৮,১৩,১০	১১২৩,৯৩,১৬	১৩২৬,২৩,৬৯	১৫৭৮,৪২,১৮
উন্নয়ন	০	১১৩৫,৪৩,০৪	৭৫,০০,০০	১৯৮,৬৯,৪৮	২২৯,৪৪,৫২
মোট	০	২৩১৩,৫৬,১৪	১১৯৮,৯৩,১৬	১৫২৪,৯৩,১৭	১৮০৭,৮৬,৭০

৫.১.৫ অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইফনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। সচিবালয়	১-৩
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম	২
২। কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (২য় পর্যায়)	২
অননুমোদিত প্রকল্প	
১। সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম।	৩
২। প্রকিউরমেন্ট অব মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৩

৫.২ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর

৫.২.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** বিগত তিন অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার(কা.বি.খা.) কর্মসূচির আওতায় ৪.৬৫ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য ও ৯৫.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৩,৩৯৬ টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয় এবং ১৫ লক্ষ (প্রায়) দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান হয়। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর.) কর্মসূচির আওতায় ৫.৮৫ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য ব্যয়ে ৩.৬৮ লক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ১০.২৫ লক্ষ দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে । ভি.জি.এফ. ও জি.আর. কর্মসূচির আওতায় যথাক্রমে ১২.০২ লক্ষ মে. টন ও ১.২০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। ১২ মি. দৈঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় নির্মিত ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা ১,৩৭৫টি। এ সময়ে ২৭টি বন্যা ও দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

৫.২.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন	• প্রতি বছর গড়ে ৩৬ হাজার গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ১৯.৪৯ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান	৩
২। টি.আর. কর্মসূচি বাস্তবায়ন	• প্রতি বছর গড়ে ১৭৫ হাজার গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ৪০.০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান	৩
৩। ভি.জি.এফ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন	• প্রতি বছর গড়ে ২২২.০ লক্ষ দুঃস্থ লোকের মধ্যে গড়ে ৫ লক্ষ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ	৪৩
৪। দুর্যোগ অভিঘাত মোকাবলায় খাদ্য, নগদ অর্থসহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রি বিতরণ	• প্রতি বছর গড়ে ৭১,৫০,০০০ লোকের মাঝে ঢেউটিন, গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী, খয়রাতি চাল, আশ্রয় সেবা প্রভৃতি প্রদান	৪

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৫। দুর্যোগে বিশেষত নারী এবং শিশুদের উদ্ধার ও সহজ যোগাযোগের নিমিত্ত পল্লী অঞ্চলে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	• ২৩,৪০০ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	৫
৬। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ	• ৯৯০টি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	৫

৫.২.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	১৪.৪০	১৬.০৭	১৬.০৭	১৭.৬৭	১৯.৪৪	২১.৩৮
২. গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	৬.৩৫	৩১.৯৯	৩১.৯৯	৩৬.০০	৩৯.৯৯	৪৩.৯৯
৩. ভিজিএফ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা	সংখ্যা (লক্ষ)	১৩৯.৫৬	১৮৩.০০	১৮৩.০০	২০১.৩০	২২১.৪৩	২৪৩.৫৭
৪. বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	বর্গমিটার	১১,৯৭৫	২০,২০৫	২০,২৫০	৭২,০৫৪	৮৩,১৬৫	৮৩,১৬৫
৫. গ্রামীণ রাস্তায় ১২ মি. দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	৫,৬৪০	৫,৬৪০	৫,৬৪০	৭,৮০০	৭,৮০০	৭,৮০০

৫.২.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	০	৭,৩৯,৯৮	৯,৩৮,১৭	১০,৮৯,৯৪	১২,৩৯,৩৪
উন্নয়ন	০	১৮৩,৪১,০০	৯৭,৬৬,০০	১৯৪,১২,২৩	২২৫,০০,০০
মোট	০	১৯০,৮০,৯৮	১০৭,০৪,১৭	২০৫,০২,১৭	২৩৭,৩৯,৩৪

৫.২.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর	১,২,৩
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (সংশোধিত)	৬
২. সিডর ২০০৭ -এ ক্ষতিগ্রস্ত ভুমিহীন পরিবারের ঘরবাড়ি পুনর্নির্মাণ (সংশোধিত)	৬
৩. গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মি. দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ (২য় পর্যায়)	৫
অননুমোদিত প্রকল্প	
১. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	৬
২. বন্যাপ্রবণ ও নদীভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)	৬
৩. সিডর ও আইলায় আক্রান্ত এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক ঘড় বার্ড়ী নির্মাণ (২য় পর্যায়)	৬
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মি. দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৫

৫.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

৫.৩.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বিগত ২০০৭ এর বন্যার ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিবেদন এবং নভেম্বর মাসে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষয়-ক্ষতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। International Day For Disaster Reduction (I.D.D.R.) স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, এনজিওসহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে এ সময়ে ৩০,০২৯ জনকে দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তকরণ, দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত ৯টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, এতে বিভিন্ন পর্যায়ের ৩২৫ জন কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি এবং ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ক্রেণ, ট্রান্সপোর্টার, সার্চ ক্যামেরা এবং উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন হালকা যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও কোস্ট গার্ড এর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.৩.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা পরিচালনা	• ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ ৭২টি প্রশিক্ষণ এবং ১৮টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	১
২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান	• ২৮,০৩৯ জন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার কর্মী এবং পেশাজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১
৩. দুর্যোগ সতর্কীকরণ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে শক্তিশালী করা	• ৬টি বিভাগীয় শহর এবং ঢাকায় ২টি স্ট্রাইকিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ২,৪০০ জন সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন	১
৪. মাঠ পর্যায়ে নাগরিকদেরকে আপদ ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন ও ক্ষমতাবান করে তোলা	• ৪০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ	১
৫. উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বিতরণ	• ২১,৫৪০টি উদ্ধারকারী আধুনিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও সরঞ্জাম ক্রয় ও বিতরণ	৪

৫.৩.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও বিতরণ	সংখ্যা (লট)	০১*	০৪**	০৪	০৪	-	-
২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	জন	১০২	২৪,৭৬৮	২৪,৭৬৮	৩০,০০০	৩৫,০০০	৩৭,০০০

* ১টি লটে ৪টি ক্রেণ, ১টি লটে ৪টি পাইলট ট্রান্সপোর্টার, ১টি লটে ১২টি সার্চ ক্যামেরা, ১টি লটে ও বাকী লটে অন্যান্য সহায়ক উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি রয়েছে।

** ১টি লটে ৪টি হুইল ড্রোজার, ১টি লটে ৪টি হেভী এস্কাভেটর ও ৪টি লাইট এস্কাভেটর, ১টি লটে ৮টি ফর্ক লিফটার, ১টি লটে ১২টি মোবাইল লাইট ইউনিট ভ্যাহিকেল ও বাকী লটে অন্যান্য সহায়ক উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি রয়েছে।

৫.৩.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০৯-১০	সংশোধিত ২০০৯-১০	প্রাক্কলন ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ	
				২০১১-১২	২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	০	১,৪২,৩৪	১,৬৫,৫৫	১,৬৯,০৩	১,৭৭,৫০
উন্নয়ন	০	৩২,৪৩,০০	৪৬,৪২,০০	৬১,৯৫,২৫	১৫৯,৩০,০০
মোট	০	৩৩,৮৫,৩৪	৪৮,০৭,৫৫	৬৩,৬৪,২৮	১৬১,০৭,৫০

৫.৩.৫ সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	
১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো	১, ৫
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. Procurement of Equipment for Search and Resque Operation of Earthquake and other Disasters	৫
২. ECRRP-Disasters Risk Mitigation and Reduction	২
৩. ECRRP- Disaster Management Response Fund/Facility	২
অননুমোদিত প্রকল্প	
১. Procurement of Equipment for Disaster Management (2nd phase)	৫
২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউন স্থাপন	১
৩. Improved sysmic practices in urban management of Bangladesh	৪
৪. Introducing tele-signal in coastal area of Bangladesh	৪
৫. Capacity building of related department of Bangladesh	২
৬. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশের মরুভাবাপন্ন এলাকায় নিরাময় কার্যাবলি	৪